খসড়া / ১ অক্টোবর, ২০২০

ইউএন ৭৫ (UN 75): **বহুজনীনতার সমৃদ্ধ চেতনা এবং স্থানীয় সিএসওগুলোর পুনরুজ্জীবন**

১. **স্থিতিশীল শান্তি নিশ্চিত করাই জাতিসংঘ উদ্ভবের মূল উদ্দেশ্য:** প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠন করেন[১]। জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ছিলো– মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি মানুষের বিশ্বাস পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখা। সামাজিক অগ্রগতি এবং জীবনমানের উন্নয়নও জাতিসংঘের কাজের অন্যতম প্রধান ব্যাপ্তি।

২. **জাতিসংঘের সম্প্রসারণ এবং সিএসও–এর সাথে মিথস্ক্রিয়া:** কালের পরিক্রমায়, বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মানবিক সহায়তার প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন তহবিল ও কর্মসূচিসহ জাতিসংঘের প্রায় ২৫টি অঙ্গ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একসঙ্গে এদেরকে 'জাতিসংঘ পরিবার' বা 'ইউএন ফ্যামিলি' বলা হয়।[২] বিশ্বের নানা প্রান্তের সংকটগ্রস্ত মানুষের জন্য এই সেবাগুলো প্রয়োজনীয়, তবে স্থানীয় সুশীল সমাজ সংগঠন (সিএসও) সমূহ ক্রমবর্ধমান ভাবে বিকশিত হচ্ছে, যারা স্বেচ্ছায় মানবিক সংকটে সাড়া দিচ্ছে এবং উন্নয়ন কর্মসূচিতে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। জাতিসংঘ পরিবারসহ বিশেষায়িত সংস্থাগুলির বিভিন্ন তহবিল এবং কর্মসূচি বিশ্বজুড়ে পরিচালনা করতে প্রচুর বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিতে হয় এবং এ জন্য প্রতি বছর কয়েক বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। মানবিক সংকটে সাড়া দান এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থানীয় সংস্থাগুলোর খরচ অনেক কম, এবং এটি অধিকতর উপযুক্ত এবং টেকসই হতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে আক্রান্ত জনগণের কাছে স্থানীয় সংস্থাগুলোর জবাবদিহির পরিমাণ বেশি। সুতরাং প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, মানবিক সংকটে সাড়া প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বটি ধীরে ধীরে স্থানীয় সংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তরই কি শ্রেয় নয়? জাতিসংঘ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা, মানবিক সহায়তা সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে।[৩] এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে জাতিসংঘকে কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে যেসব ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের দক্ষতা এখনো পর্যাপ্ত নয়, অথবা যেসব ক্ষেত্রে নাগরিক সংগঠনগুলো সেভাবে সক্রিয় নয়। একটি দেশের সকল বিষয় নিয়ে, সব দেশেই জাতিসংঘের কার্যক্রম পরিচালনায় সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োজন আসলে নেই। তবে, স্থানীয় পর্যায়ে, টেকসই শান্তি নিশ্চিত করতে স্থানীয় সিএসওগুলির বিকাশ ত্বরান্বিত করা এবং তাদেরকে শক্তিশালী করা যেতে পারে, কারণ এটি টেকসই উন্নয়নে জাতিসংঘের উদ্দেশ্যই পূরণ করে। আমরা আশা করি, স্থানীয় সংস্থাগুলোর বিকাশে, তাদের পুনরুজ্জীবিত করতে জাতিসংঘ ভূমিকা পালন করবে, তাদের স্থান দখল বা তাদেরকে প্রতিস্থাপন করতে নয়।

৩. **জবাবদিতামূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে স্থানীয় সিএসওসমূহ:** সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (ইউডিএইচআর) জাতিসংঘের অন্যতম মৌলিক সনদ। ইউডিএইচআর–এর

---

[১] *https://www.un.org/en/about-un/*

[২] *https://www.un.org/en/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/index.html*

[৩] *https://www.un.org/en/sections/what-we-do/*

দুটি দিক রয়েছে, মানবাধিকার প্রচার এবং এটি বাস্তবায়ন করা। আসলে, এই দু'টিই টেকসই শান্তির জন্য মৌলিক প্রয়োজন। মানবাধিকার শিক্ষা এবং এর প্রচার স্থানীয় সিএসও-র মধ্যে ইতিমধ্যে একটি জনপ্রিয় বিষয়, এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবাধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিকভাবে (ম্যাক্রো লেভেলে) মানবাধিকার কাউন্সিল ব্যতীত মানবাধিকার এবং টেকসই শান্তি বিকাশে জাতীয় পর্যায়ে জাতিসংঘের বিনিয়োগ ও প্রচেষ্টা খুব কমই রয়েছে। তবে উন্নয়নমূলক নানা কর্মসূচিতে জাতিসংঘের ব্যাপক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়, এমনকি স্থানীয় নাগরিক সমাজ এবং সরকার যেসব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে, সেসব ক্ষেত্রেও জাতিসংঘকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। আমরা চাই জাতিসংঘ স্থানীয় সংস্থাগুলোর জন্য সহায়ক নীতিমালা গ্রহণ করবে, যাতে শেষ পর্যন্ত সিএসওগুলি তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে দায়বদ্ধ করে তুলতে পারে। জাতিসংঘের কিছু অঙ্গ সংস্থা, বিশেষত ইউএনএইচসিআর এবং আইওএমের সিএসওগুলির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করার নীতিমালা রয়েছে, বিশেষত জিসিআর (Global Compacts on Refugees) এবং জিসিএম (Global Compacts on Migration) বাস্তবায়নের জন্য।

৪. **নীতিমালা ঘোষণা এবং বাস্তবায়নের মধ্যকার বিদ্যমান ব্যবধান:** জাতিসংঘের এজেন্সিগুলি মানবিক সহায়তার জন্য প্রযোজ্য নীতিগতভাবে বাধ্যতামূলক প্রচুর চুক্তিমালার উদ্যোক্তা, যেমন প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ (২০০৭) এবং গ্র্যান্ড বার্গেইন প্রতিশ্রুতি (২০১৬)। তবে মাঠ পর্যায়ে এই প্রতিশ্রুতিগুলির বাস্তবায়ন খুবই অপ্রতুল। মাঠ পর্যায়ে এই প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের জন্য সদর দফতরগুলো থেকে নির্দেশনা রয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান। তদুপরি, মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতি রূপান্তরকামী পরিবর্তনগুলি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে খুব কমই সক্রিয়। আসলে, ইউএন এজেন্সিগুলি স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে খুব কমই দায়বদ্ধ। তারা মাঠ পর্যায়ে বা জাতীয় পর্যায়ে আইএটিআই (ইন্টারন্যাশনাল এইড ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ)-এর আলোকে এইড ট্রান্সপারেন্সি বা 'অর্থ সাহায্যে'র স্বচ্ছতা খুব কমই বজায় রাখে, স্থানীয় পর্যায়ে জনগণ/সংকটগ্রস্ত মানুষজনের মতামত তারা খুব কমই গ্রহণ করেন।

৫. **বহুপাক্ষিকতা বা বহজনীনতা বহাল রাখতে হবে, জাতিসংঘের প্রয়োজন অনস্বীকার্য:** বিশ্বজুড়ে স্বৈরতান্ত্রিকতা, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং সুরক্ষাবাদের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা কেবল বৈষম্যকেই বাড়াচ্ছে না, মানবিক ও উন্নয়ন দায়িত্বগুলির বিশ্বায়ন করার ক্ষেত্রে হুমকি তৈরি করছে। সংকীর্ণ ক্রমবর্ধমান ধারা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের বিশ্ব নাগরিক হতে শিখিয়েছে। আমরা শিখেছি, পৃথিবী বেঁচে না থাকলে কোনও দেশই বাঁচতে পারে না। এই ধরণের একতরফাবাদ হলো মানবাধিকারের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা বা স্বেচ্ছাচারিতা (ইউনিলেটারিজম) সবচেয়ে বড় হুমকি। সুতরাং, আমাদের বহুপাক্ষিকতার চেতনা ধরে রাখতে হবে, মানবাধিকারের পাশাপাশি বৈশ্বিক নাগরিকত্বের (গ্লোবাল সিটিজেনশিপ) ধারণার প্রচারের জন্য জাতিসংঘ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা।

৬. **তাহলে, সীমারেখাটি ঠিক কী হতে পারে?** আমাদের বুঝতে হবে- (ক) কোথায় জাতিসংঘের ভূমিকার সীমানা টানা উচিত, যাতে স্থানীয় সিএসওগুলি মানবাধিকার, টেকসই শান্তি, মানবিক ও উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে, (খ) মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নে জাতিসংঘ কতটা প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকবে, কতটা তারা সিএসওগুলোকে প্রতিস্থাপিত না করেই বিশেষ করে মানবাধিকার ও টেকসই শান্তির জন্য রাষ্ট্রে ও সমাজে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে, (গ) কিভাবে জাতিসংঘ বিভিন্ন তহবিল/উন্নয়ন

সহযোগিতার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারে বা জাতীয় পর্যায়ে তাদের ব্যয়কে যুক্তিযুক্ত করতে, গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে এবং যথাযথভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়ন থেকে দক্ষতার সঙ্গে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আরও জনমত গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে (ঘ) জাতিসংঘ কিভাবে মানবাধিকার এবং টেকসই শান্তি বিকাশে রাষ্ট্রের পাশাপাশি স্থানীয় বেসরকারী অংশীজনদের জন্য সুযোগ তৈরি করতে পারে, (ঙ) স্থানীয় স্তরের অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের নীতিমালা থাকতে পারে, যাতে বেসরকারি অংশীজন জাতিসংঘের বিভিন্ন বিষয়ে, স্থানীয় স্তরের জবাবদিহিতা, সহায়তার স্বচ্ছতার বিষয়ে মতামত দিতে পারেন এবং সর্বোপরি (চ) স্থানীয় স্তরে জাতিসংঘের কার্যক্রমে স্থানীয় সিএসওর অংশগ্রহণকে কেবল মানবিক সহায়তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে নয়, উন্নয়নের কার্যকারিতা, মানবাধিকার প্রচার এবং টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও সুসমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই রচনাটির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতকে আমরা স্বাগত জানাই। মতামত পাঠানো যাবে এই ইমেইলে: reza@coastbd.net